প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলন

কেমন তামাক-কর চাই

সাগর-রুনি মিলনায়তন, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি, ২৩ মার্চ ২০১৯

সম্মানিত সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাকের ব্যবহার হ্রাস করতে আসন্ন ২০১৯-২০ বাজেটে তামাকপণ্যে যুগোপযোগী এবং কার্যকর করারোপের দাবিতে প্রজ্ঞা ও অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া অ্যালায়েন্স-আত্মা'র উদ্যোগে ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো-ফ্রি কিডস এর সহযোগিতায় তামাকবিরোধী সংগঠনসমূহের সম্মিলিত আয়োজন আজকের এই প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলনে আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। তরুণ, নারী এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে তামাকের ছোবল থেকে সুরক্ষা প্রদানই হবে এবারের তামাক কর প্রস্তাবনার মূল লক্ষ্য- যা একইসাথে সরকারের তামাক রাজস্ব আয় বহুলাংশে বৃদ্ধি করবে।

সুধী

কার্যকরভাবে করারোপের মাধ্যমে তামাকের দাম বাড়ালে তামাক ব্যবহার সন্তোষজনকহারে হ্রাস পায়। গবেষণায় দেখা গেছে, করারোপের ফলে তামাকের প্রকৃত মূল্য ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেলে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে তামাকের ব্যবহার ৫ শতাংশ হ্রাস পায়, যা জনস্বাস্থ্যের নিরিখে প্রশংসনীয় সূচক হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু বাংলাদেশে তামাক-কর বিষয়ক তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, কার্যকর করারোপের অভাবে এখানে তামাকপণ্যের প্রকৃত মূল্য বৃদ্ধি পায়নি উল্টো তামাকপণ্য সহজলভ্যই থেকে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে ৩৫ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ (GATS, ২০১৭[১]) প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাক ব্যবহার করেন। ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারকারী ২০.৬ শতাংশ (২ কোটি ২০ লক্ষ) এবং ধূমপায়ী ১৮ শতাংশ (১ কোটি ৯২ লক্ষ)। তামাক ব্যবহারকারী অতি উচ্চবিত্ত জনগোষ্ঠির (২৪%) তুলনায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে তামাক ব্যবহারের উচ্চ প্রবণতা (৪৮%) এবং বিশেষত পুরুষের (১৬%) তুলনায় নারীদের মধ্যে ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারের উচ্চহার (২৪.৮%) যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এছাড়া শহরের জনগোষ্ঠির (২৯.৯%) তুলনায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠির (৩৭.১%) মধ্যে তামাক ব্যবহারের হার অনেক বেশি। বাংলাদেশে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে তামাক আসক্তি অত্যন্ত উদ্বেগজনক; ১৩-১৫ বছর বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তামাক ব্যবহারের হার ৯.২ শতাংশ (GSHS, ২০১৪)।[২] তামাক ব্যবহারজনিত রোগে দেশে প্রতিবছর প্রায় ১ লক্ষ ২৬ হাজার (IHME, ২০১৮) মানুষ অকাল মৃত্যু বরণ করে।[৩] সম্প্রতি প্রকাশিত 'ইকোনমিক কস্ট অব টোব্যাকো ইউজ ইন বাংলাদেশ: এ হেলথ কস্ট অ্যাপ্রোচ' শীর্ষক গবেষণা ফলাফলে দেখা গেছে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তামাক ব্যবহারের অর্থনৈতিক ক্ষতির (চিকিৎসা ব্যয় এবং উৎপাদনশীলতা হারানো) পরিমাণ ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকা[৪], যা একই সময়ে (২০১৭-১৮) তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের (২২ হাজার ৮১০ কোটি টাকা) চেয়ে অনেক বেশি।

সুপ্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা

বাংলাদেশের বর্তমান তামাক কর-কাঠামো অত্যন্ত জটিল এবং তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণে যথেষ্ট নয়। বিদ্যমান তামাক কর পদক্ষেপ বা কাঠামো বিশ্লেষণ করলে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে-

এক, বাংলাদেশে তামাকের ওপর বিদ্যমান কর-কাঠামো অত্যন্ত জটিল, পুরোনো ও অকার্যকর। সিগারেটের উপর করারোপের ক্ষেত্রে বর্তমানে বহুস্তরবিশিষ্ট এডভ্যালোরেম (মূল্যের শতকরা হার) প্রথা কার্যকর রয়েছে, যা বিশ্বের মাত্র ৫/৬টি দেশে চালু আছে। উপরন্তু, তামাকপণ্যের ধরন (সিগারেট, বিড়ি, জর্দা ও গুল); তামাকপণ্যের বৈশিষ্ট্য (ফিল্টার-ননফিল্টার বিড়ি); জর্দা ও গুলের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন 'ট্যারিফ ভ্যালু' এবং সিগারেটের ব্রান্ড (৪টি মূল্যস্তর) ভেদে ভিত্তিমূল্য ও কর-হার এ ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। একাধিক মূল্যস্তর এবং বিভিন্ন দামে তামাকপণ্য ক্রয়ের সুযোগ থাকায় তামাকের ব্যবহার হ্রাসে কর ও মূল্যপদক্ষেপ সঠিকভাবে কাজ করেনা। করপদক্ষেপের কারণে একটি মূল্যস্তরে তামাকপণ্যের দাম বাড়লে অথবা ভোক্তার জীবনমানে কোন পরিবর্তন ঘটলে সে তার পছন্দ (choice) সুবিধামতো স্তরে স্থানান্তর (switch) করতে পারে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তার রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী অন্য মূল্যস্তরের তামাক ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হতে পারে। এর পাশাপাশি তামাক কোম্পানিগুলোও উচ্চস্তরের সিগারেট নিম্নস্তরে ঘোষণা দিয়ে রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ পায়।

দুই, বাজেটে করারোপের মাধ্যমে তামাকপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি জনগণের বাৎসরিক মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫-১৬ সালের তুলনায় ২০১৭-১৮ সালে মাথাপিছু জাতীয় আয় (নমিন্যাল) বেড়েছে ২৫.৪ শতাংশ। অথচ এসময়ে বেশিরভাগ তামাকপণ্যের দাম হয় অপরিবর্তিত থেকেছে অথবা সামান্য পরিমাণে বেড়েছে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান ধারা চলতি অর্থবছরেও অব্যাহত থাকবে বলে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছেন।

তিন, আইন বহির্ভূত বা অনিয়ন্ত্রিত উপায়ে সস্তা তামাকপণ্য বিশেষ করে গুল, জর্দা, সাদাপাতা এবং বিড়ি উৎপাদন ও বিপণনের সুযোগ। বাংলাদেশে ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের উৎপাদন ও বিপণন চলে অনেকটা অনিয়ন্ত্রিতভাবেই। ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য উৎপাদনে ভারি/দামি যন্ত্রপাতি এবং পুঁজির তেমন দরকার হয়না বলে গৃহস্থালি পর্যায়েও এগুলোর উৎপাদন হয়ে থাকে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, এনবিআরের মূসক নিরীক্ষা ও গোয়েন্দা সংক্রান্ত টাস্কফোর্স সারাদেশে ৩২টি ব্র্যান্ডের গুল ও ৪২১টি ব্র্যান্ডের জর্দা কোম্পানির একটি তালিকা তৈরি করলেও এর পূর্ণাঙ্গ কোন পরিসংখ্যান এখনও নেই। এদের বেশিরভাগই সরকারের করজালের বাইরে রয়ে গেছে। অর্থাৎ তামাক নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে প্রমাণিত তামাককর পদক্ষেপ বাংলাদেশে বেশিরভাগ তামাক ব্যবহারকারী, বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী নারী এবং দরিদ্র মানুষকে সুরক্ষা প্রদান করতে পারছেনা। সরকারও বিপুল পরিমাণে রাজস্ব হারাচ্ছে। এছাড়াও চলতি বাজেটে সরকারের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কারণে ধোঁয়াবিহীন তামাক কোম্পানিগুলো ব্যবসা সম্প্রসারণের অভাবনীয় সুযোগ লাভ করেছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যে করারোপের ক্ষেত্রে প্রচলিত এক্স-ফ্যাক্টরি প্রাইস প্রথা বাতিল করে খুচরা মূল্যের উপর কর আরোপের প্রস্তাব করা হলেও চূড়ান্ত বাজেটে 'ট্যারিফ ভ্যালু'র ভিত্তিতে করারোপের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ফলে, ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য থেকে সরকারের রাজস্ব আয় প্রস্তাবিত বাজেটের তুলনায় প্রায় ৫৪% হ্রাস পাবে এবং একই পরিমাণ তামাক বিক্রয় করে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ১১৮% বেশি আয় করবে।

[1] Global adult tobacco survey (GATS): Bangladesh. World Health Organization; 2018. Available at: http://www.searo.who.int/bangladesh/gatsbangladesh2017fs14aug2018.pdf
[2] https://www.who.int/ncds/surveillance/gshs/2014-Bangladesh-fact-sheet.pdf
[3] Global Burden of Disease Study. Country profile Bangladesh 2018. Available at http://www.healthdata.org/bangladesh
[4] The economic cost of tobacco use in Bangladesh: A health cost approach. Available at: https://www.cancerresearchuk.org/sites/default/files/tat004_factsheet_proactt_final_print.pdf

চার, জাতীয় স্বার্থের বিপরীতে বহুজাতিক তামাক কোম্পানিকে বাড়তি সুবিধা প্রদান। যেমন, চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেট বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, করারোপের ফলে নিম্নস্তরের সিগারেটের দাম কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও অতি উচ্চস্তরের (দশ শলাকা ১০৫ টাকা) সিগারেটের দাম বিগত দুই বছর অপরিবর্তীত রাখার পর মাত্র ৪ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। অথচ এসময়ে মাথাপিছু জাতীয় আয় (নমিন্যাল) বেড়েছে ২৫.৪ শতাংশ। অর্থাৎ এই স্তরের সিগারেটের প্রকৃত মূল্য ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে, পাশাপাশি সরকারও বাড়তি রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে এই অতি উচ্চস্তরের সিগারেটের বাজার পুরোটাই রয়েছে বহুজাতিক তামাক কোম্পানির দখলে এবং সরকারের সিগারেট রাজস্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অংশ আসে এই স্তর থেকে। এছাড়াও, ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটে বহুজাতিক কোম্পানি কর্তৃক উৎপাদিত নিম্ন মূল্যস্তরের সিগারেটের মূল্য এবং সম্পূরক শুল্ক বিশেষভাবে বৃদ্ধি করা হলেও বহুজাতিক তামাক কোম্পানি বিএটিবি সরকারের এই নির্দেশনা মানেনি। উপরন্তু জাতীয় রাজস্ব বোর্ড চলতি অর্থবছরের (২০১৮-১৯) বাজেট এসআরও এর সাথে ০৭ জুন ২০১৮ তারিখে এক বিশেষ আদেশ দ্বারা বিএটিবির এই অর্থ মওকুফের সুযোগ করে দেয়। এরফলে সরকার ২ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হয় (নিউ এইজ, ১০ জুন ২০১৮)।

পাঁচ, বাংলাদেশে নেই কোনো তামাক-কর নীতিমালা: উপেক্ষিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা। তামাকখাত থেকে সরকারের রাজস্ব আহরণের কোন সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা নেই। ফলে, তামাকপণ্যে করারোপের ক্ষেত্রে প্রতিবছরই জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তামাক কোম্পানির সাথে বৈঠকে বসে এবং দেখা যায়, শেষ পর্যন্ত তাদের প্রস্তাবনাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

আশার কথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন' শীর্ষক সাউথ এশিয়ান স্পিকার'স সামিট এর সমাপনী অনুষ্ঠানে তামাককে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বড় বাধা হিসেবে চিহ্নিত করে আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাকের ব্যবহার সম্পূর্ণ নির্মূল অর্থাৎ ৫ শতাংশে নামিয়ে আনার ঘোষণা দিয়েছেন। এই ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তামাকের উপর বর্তমান শুল্ক-কাঠামো সহজ করে একটি শক্তিশালী তামাক শুল্ক-নীতি গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেছেন যাতে জনগণের তামাকজাত পণ্যের ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং একইসাথে সরকারের শুল্ক আয় বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ইতিমধ্যে ৩ বছর পেরিয়ে গেলেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়িত হয়নি।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তামাকপণ্যে কার্যকরভাবে করারোপ করা অত্যন্ত জরুরি। **প্রথমত:** তামাকপণ্য দিন দিন সস্তা থেকে আরও সস্তা হচ্ছে (চিত্র ১), ফলে এর ব্যবহার ও ব্যবহারজনিত ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি পাচ্ছে যা রোধ করা জরুরি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০১৬ সালের তথ্যমতে, পৃথিবীতে যেসব দেশে সিগারেটের মূল্য অত্যন্ত কম বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম। এক্ষেত্রে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মিয়ানমার, নেপাল ও ইন্দোনেশিয়ার পরেই বাংলাদেশে কম দামে সস্তা ব্রান্ডের সিগারেট পাওয়া যায়। বাংলাদেশে বিড়ি ও ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য আরও সস্তা। প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান) কর্তৃক রিলেটিভ ইনকাম প্রাইস (আরআইপি) পদ্ধতির মাধ্যমে সিগারেটের স্তরভিত্তিক সহজলভ্যতা বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ২০১৫-১৬ সালে একজন ধূমপায়ীর প্রিমিয়াম স্তরে ১০০০ শলাকা সিগারেট কিনতে যেখানে মাথাপিছু জিডিপি'র ৯.৩২ শতাংশ ব্যয় হতো সেখানে ২০১৭-১৮ সালে একই পরিমাণ সিগারেট কিনতে ব্যয় হয়েছে মাত্র ৭.৩৪ শতাংশ, উচ্চস্তরে ১ হাজার শলাকা সিগারেট কিনতে ২০১৫-১৬ সালে মাথাপিছু জিডিপি'র ৬.৪৬ শতাংশ ব্যয় হলেও ২০১৭-১৮ সালে ব্যয় হয়েছে ৫.০৯ শতাংশ এবং মধ্যমস্তরে একজন ধূমপায়ীর একই পরিমাণ সিগারেট কিনতে ২০১৫-১৬ সালে মাথাপিছু জিডিপি'র ৪.১৫ শতাংশ ব্যয় হলেও ২০১৭-১৮ সালে ব্যয় হয়েছে মাত্র ৩.২৭ শতাংশ। নিম্নস্তরে এই হার প্রায় একই রয়েছে। গ্যাটস ২০১৭ অনুযায়ী, ২০০৯ এর তুলনায় ২০১৭ সালে সিগারেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ সিগারেটের প্রকৃত মূল্য ক্রমশ হ্রাস পাওয়ায় সিগারেটের ব্যবহার কমছেনা। **দ্বিতীয়ত:** তামাক কর স্বল্পমেয়াদে অভ্যন্তরীণ অর্থায়নের একটি অন্যতম উৎস। জাতিসংঘের উদ্যোগে ২০১৫ সালের জুলাই মাসে ইথিওপিয়ার আদ্দিস আবাবাতে অনুষ্ঠিত 'উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন' শীর্ষক বিশ্ব সম্মেলনে তামাক করকে রাজস্ব আহরণের একটি কার্যকর ও সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে

চিত্র ১: প্রতি ১০০০ শলাকা সিগারেটের জন্য মাথা পিছু জিডিপির শতকরা অংশ, বাংলাদেশ ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৭-১৮[৫]

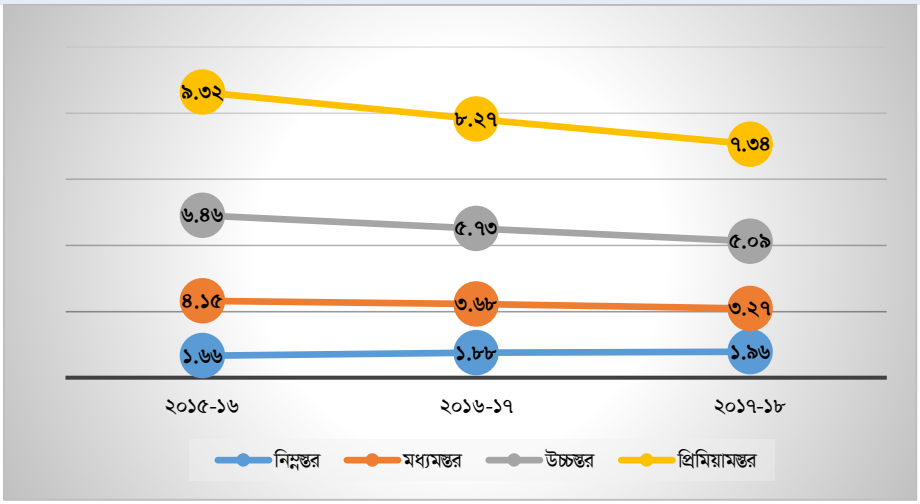

বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে তামাক ব্যবহারকারীদের মধ্যে ৫০ শতাংশেরও বেশি মানুষ ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহার করেন। বাস্তবতা হলো মোট তামাক রাজস্বের মাত্র ০.২ শতাংশ (২০১৭-১৮ অর্থবছর) আসে ধোঁয়াবিহীন তামাক থেকে। সুতরাং ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য থেকে সরকারের বাড়তি রাজস্ব আয়ের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। **তৃতীয়ত:** গবেষণায় দেখা গেছে, তামাকের উপর কার্যকরভাবে করারোপ করলে তামাকের ব্যবহার হ্রাস পায় এবং রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পায়। ফিলিপাইন, তুরস্ক, মেক্সিকো ও সাউথ আফ্রিকা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সাউথ আফ্রিকায় ১৯৯৩ থেকে ২০০৯ সময়কালে সিগারেটের প্রকৃতমূল্য ৩২ শতাংশ থেকে ৫২ শতাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে ফলে সেখানে একদিকে প্রাপ্ত বয়স্ক জনগোষ্ঠির মাঝে মাথাপিছু দিনপ্রতি সিগারেট সেবনের পরিমাণ ৪টি থেকে কমে ২টিতে নেমে এসেছে অন্যদিকে এসময়ে সরকারের রাজস্ব আয় ৯ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

5 * Relative Income Price (RPI)= Per Capita GDP (in BDT) required to purchase certain amount of tobacco product. ** Cigarette price taken from government declared SRO data from year 2015-16 to 2017-18. ***Per capita GDP (in BDT) taken from Bangladesh Bureau of Statistics (BBS).

তামাকপণ্যে করারোপের ক্ষেত্রে আইনগত দায়বদ্ধতার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। (**এক**) এফসিটিসি'র স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে এ চুক্তির ধারা ৬ মোতাবেক তামাকের চাহিদা হ্রাসকল্পে তামাকপণ্যে করারোপের নির্দেশনা রয়েছে। (**দুই**) টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি'র) টার্গেট ৩(এ) মোতাবেক তামাকের ব্যবহার হ্রাসে করারোপসহ এফসিটিসি বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। (**তিন**) ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী SDG এর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত লক্ষ্য-৩ অর্জনে করারোপসহ এফসিটিসি বাস্তবায়ন ও তামাকজনিত ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় পদক্ষেপ গ্রহণের দায়বদ্ধতা রয়েছে।

সুপ্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ

আপনারা জানেন বাংলাদেশে তামাকপণ্যে যে সম্পূরক শুল্ক বিদ্যমান রয়েছে তা আরোপ করা হয় ad valorem অর্থাৎ মূল্যের শতাংশ হারে, যা অত্যন্ত পুরাতন এক পদ্ধতি। বর্তমানে পৃথীবির অনেক দেশ তামাকপণ্যে কার্যকর করারোপে মিশ্র পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। সুতরাং, আমরা এই ad valorem পদ্ধতির পাশাপাশি সম্পূরক শুল্কের একটি অংশ সুনির্দিষ্ট (specific) আকারে আরোপের প্রস্তাব করছি। সুনির্দিষ্ট কর শলাকার সংখ্যা (বিড়ি, সিগারেট) বা ওজনের (গুল, জর্দা) উপর আরোপ করা হয়। সুতরাং সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক প্রচলনের প্রস্তাব বিদ্যমান জটিল কর ব্যবস্থা সহজীকরণ এবং তামাক কোম্পানির অতিরিক্ত মুনাফার সুযোগ রহিতকরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই পদ্ধতিতে কর আহরণ ad valorem পদ্ধতির চেয়ে তুলনামূলকভাবে সহজ। আজকের এই সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বাংলাদেশে তামাকের ভয়াবহতা মোকাবেলা ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে তামাকজাত পণ্যে কার্যকর ও বর্ধিত হারে করারোপের দাবিতে আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ও সুপারিশ সমূহ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। প্রস্তাবিত কর-সুপারিশসমূহ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি বাংলাদেশের তামাক করনীতিকে বিশ্বের সর্বোত্তম করনীতিগুলোর কাতারে নিয়ে যাবে:

বাজেট প্রস্তাব

১. **সিগারেটের মূল্যস্তর সংখ্যা ৪টি থেকে কমিয়ে ২টিতে (নিম্ন এবং উচ্চ) নিয়ে আসা:**
৩৫ টাকা এবং ৪৮ টাকা এই দুইটি মূল্যস্তরকে একত্রিত করে একটি মূল্যস্তর (নিম্নস্তর) এবং ৭৫ টাকা ও ১০৫ টাকা মূল্যস্তরকে একত্রিত করে আরেকটি মূল্যস্তরে (উচ্চস্তর) নিয়ে আসা; নিম্নস্তরে ১০ শলাকা সিগারটের **খুচরা মূল্য ৫০ টাকা** নির্ধারণ করে ৬০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা এবং উচ্চস্তরে ১০ শলাকা সিগারেটের **খুচরা মূল্য ন্যূনতম ১০৫ টাকা** নির্ধারণ করে ৬৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা; এবং সকল ক্ষেত্রে প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটে **৫ টাকা** সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা।

২. **বিড়ির ফিল্টার এবং নন-ফিল্টার মূল্য বিভাজন তুলে দেওয়া:**
বিড়ির মূল্য বিভাজন তুলে দিয়ে ফিল্টারবিহীন ২৫ শলাকা বিড়ির **খুচরা মূল্য ৩৫ টাকা** নির্ধারণ করে ৪৫% সম্পূরক শুল্ক ও **৬ টাকা** সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা; এবং ফিল্টারযুক্ত ২০ শলাকা বিড়ির **খুচরা মূল্য ২৮ টাকা** নির্ধারণ করে ৪৫% সম্পূরক শুল্ক এবং **৪.৮ টাকা** সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা। বর্তমান সরকারের গৃহীত নানা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মানুষের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সহজলভ্যতার কারণে এখনও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভোক্তা এর ব্যবহারের সুযোগ নেয় এবং স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে পড়ে।

৩. **ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের (জর্দা ও গুল) ট্যারিফ ভ্যালু প্রথা বিলুপ্তকরণ:**
ট্যারিফ ভ্যালু প্রথা বিলুপ্ত করে সিগারেট ও বিড়ির ন্যায় 'খুচরা মূল্যের' ভিত্তিতে করারোপ করা; প্রতি ১০ গ্রাম জর্দার **খুচরা মূল্য ৩৫ টাকা** এবং প্রতি ১০ গ্রাম গুলের **খুচরা মূল্য ২০ টাকা** নির্ধারণ করে ৪৫% সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা; এবং প্রতি ১০ গ্রাম জর্দার উপর **৫ টাকা** ও প্রতি ১০ গ্রাম গুলের উপর **৩ টাকা** সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা। আমাদের দেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষত নারীদের মাঝে এই পণ্য ব্যবহারের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। এই বিশাল জনগোষ্ঠিকে জর্দা-গুল ব্যবহারের স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি।

৪. **সকল তামাকপণ্যের খুচরা মূল্যে ১৫ শতাংশ ভ্যাট প্রযোজ্য থাকবে।**

সুপারিশমালা

১. সকল তামাকপণ্যে 'খুচরা মূল্যের' (MRP) ভিত্তিতে করারোপ করতে হবে;
২. সকল তামাকপণ্যের উপর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করতে হবে। তামাকপণ্যের সহজলভ্যতা হ্রাস করতে মূল্যস্ফীতি এবং আয় বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি করতে হবে;
৩. বিভিন্ন তামাকপণ্য ও ব্রান্ডের মধ্যে সম্পূরক শুল্ক ও মূল্য ব্যবধান কমিয়ে আনার মাধ্যমে তামাক ব্যবহারকারীর ব্রান্ড ও তামাকপণ্য পরিবর্তনের সুযোগ সীমিত করতে হবে;
৪. করারোপ প্রক্রিয়া সহজ করতে তামাকপণ্যের মধ্যে বিদ্যমান বিভাজন (ফিল্টার/নন ফিল্টার বিড়ি, সিগারেটের মূল্যস্তর, জর্দা ও গুলের আলাদা ট্যারিফ ভ্যালু প্রভৃতি) তুলে দিতে হবে;
৫. সকল ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য উৎপাদনকারীকে সরকারের করজালের আওতায় নিয়ে আসতে হবে;
৬. পর্যায়ক্রমে সকল তামাকপণ্য অভিন্ন পরিমাণে (শলাকা সংখ্যা এবং ওজন) প্রমিত প্যাকেট/কৌটায় বাজারজাত করা;
৭. একটি সহজ এবং কার্যকর তামাক কর নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন (৫ বছর মেয়াদি) করা, যা তামাকের ব্যবহার হ্রাস এবং রাজস্ব বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে;
৮. সকল প্রকার ই-সিগারেট এবং হিটেড (আইকিউওএস) তামাকপণ্যের উৎপাদন, আমদানি এবং বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ করা;
৯. কঠোর লাইসেন্সিং এবং ট্রেসিং ব্যবস্থাসহ তামাক কর প্রশাসন শক্তিশালী করা, কর ফাঁকির জন্য শাস্তিমূলক জরিমানার ব্যবস্থা করা;
১০. তামাকের চুল্লি প্রতি বাৎসরিক ৫ হাজার টাকা লাইসেন্সিং ফি আরোপ করা;
১১. স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ বৃদ্ধি (২%) করা।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ

তামাকের ব্যবহার কমানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায় হচ্ছে কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাকপণ্যের মূল্য বাড়ানো। কার্যকরভাবে কর বাড়ালে তামাকপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি পায় এবং সহজলভ্যতা হ্রাস পায়। উচ্চ মূল্য তরুণদের তামাক ব্যবহার শুরু নিরুৎসাহিত করে এবং বর্তমান ব্যবহারকারীদেরকে তামাক ছাড়তে উৎসাহিত করে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের তামাক-কর প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন করা হলে:

প্রস্তাবিত কর-কাঠামোর সুফল

- প্রায় ৩.২ মিলিয়ন প্রাপ্তবয়স্ক ধূমপায়ী (১.৩ মিলিয়ন সিগারেট ধূমপায়ী এবং ১.৯ মিলিয়ন বিড়ি ধূমপায়ী) ধূমপান ছেড়ে দিতে উৎসাহিত হবে;
- সিগারেটের ব্যবহার ১৪% থেকে হ্রাস পেয়ে প্রায় ১২.৫% এবং বিড়ির ব্যবহার ৫% থেকে হ্রাস পেয়ে ৩.৪% হবে;
- দীর্ঘমেয়াদে ১ মিলিয়ন বর্তমান ধূমপায়ীর অকাল মৃত্যু রোধ করা সম্ভব হবে (০.৪৬ মিলিয়ন সিগারেট ধূমপায়ী ও ০.৫৩ মিলিয়ন বিড়ি ধূমপায়ী); এবং
- ৬ হাজার ৬৮০ কোটি থেকে ১১ হাজার ৯৮০ কোটি টাকার মধ্যে (জিডিপি'র ০.৪ শতাংশ পর্যন্ত) অতিরিক্ত রাজস্ব আয় অর্জিত হবে। এই অতিরিক্ত রাজস্ব তামাক ব্যবহারের ক্ষতি হ্রাস, অকালমৃত্যু রোধ এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে ব্যয় করা সম্ভব হবে।

সাংবাদিক বন্ধুগণ

প্রতিবছর বাজেট প্রণয়নের সময় তামাক কোম্পানিগুলোর সংগঠন বাংলাদেশ সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন (বিসিএমএ) ও বিড়ি শিল্প মালিক সমিতির দৌড়ঝাঁপ শুরু করার খবর গণমাধ্যমে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে থাকে। তারা বিভিন্ন তামাকপণ্য বিশেষত সিগারেটের উপর কর বাড়ানোর সাথে পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে সিগারেট চোরাচালান বৃদ্ধি এবং রাজস্ব হারানোর যে কল্পনাপ্রসূত যুক্তি তুলে ধরে তা কোনভাবেই সত্য নয়। আমাদের নীতিনির্ধারকবৃন্দও অনেক সময় তামাক কোম্পানির এই অযৌক্তিক দাবির সাথে একমত পোষণ করেন, যা অত্যন্ত হতাশাজনক। আপনারা জানেন, অতিসম্প্রতি (ফেব্রুয়ারি, ২০১৯) বিশ্বব্যাংক তামাকপণ্যের অবৈধ বাণিজ্য নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, যেখানে বলা হয়েছে বাংলাদেশে সিগারেটের অবৈধ বাণিজ্য ২৭টি দেশের মধ্যে সবচেয়ে কম মাত্র ১.৮ শতাংশ। ভারতে যা ১৭ শতাংশ, পাকিস্তানে ৩৮ শতাংশ, মালয়েশিয়ায় ৩৬ শতাংশ এবং লাটভিয়ায় সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, তামাকের ওপর কর বাড়ানোর সঙ্গে অবৈধ বাণিজ্য বাড়ার তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ২০১৬ সালে সংগৃহীত বিভিন্ন দেশের সিগারেটের (২০ শলাকা প্যাকেট) গড় মূল্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে সবচেয়ে কমদামি সিগারেটের মূল্য বাংলাদেশের কমদামি সিগারেটের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি। সুতরাং বাংলাদেশে তামাকপণ্যের ব্যাপক চোরাচালান হওয়ার কোন সম্ভবনা আপাতত নেই। যেহেতু চোরাচালান একটি দেশের দুর্বল সীমান্ত ও বন্দর ব্যবস্থাপনা ইঙ্গিত করে, সেহেতু তামাক কোম্পানির ফাঁদে পা দিয়ে এর স্বপক্ষে কোনো ধরনের বক্তব্য প্রদান জনমনে ভুল ধারণা ছড়িয়ে দিতে পারে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

সম্প্রতি, বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে জানা গেছে, আগামী অর্থবছর থেকেই 'মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২' কার্যকর হবে এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন ভ্যাটের হার হবে ৫, ৭ ও ১০ শতাংশ। পাশাপাশি করপোরেট করহার কমানোর ইঙ্গিতও দিয়েছেন তিনি। আমরা মাননীয় অর্থমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাই। তবে তামাকের মত স্বাস্থ্য হানিকর পণ্যের (Sin Products) ক্ষেত্রে একই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে তামাকপণ্যের দাম কমবে এবং এর ব্যবহার বাড়বে। একইসাথে তামাক ব্যবসা উৎসাহিত হবে, বাড়বে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

সাংবাদিক বন্ধুগণ

তামাক কোম্পানিগুলো তরুণ এবং শিশুদের টার্গেট করে ইমার্জিং তামাকপণ্য হিসেবে ইলেক্ট্রনিক সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড (আইকিউওএস) টোব্যাকো প্রোডাক্ট ইত্যাদিকে প্রথাগত সিগারেটের 'নিরাপদ বিকল্প' হিসেবে উপস্থাপন করা শুরু করেছে। উদ্ভাবনী কৌশল এবং আকর্ষণীয় ডিজাইনের কারণে কিশোর এবং তরুণদের মাঝে বিশেষত বিদ্যালয়গামী শিশুদের মধ্যে এসব তামাকপণ্য জনপ্রিয়তা লাভ করতে শুরু করেছে। ইউরোপ, আমেরিকাসহ বেশ কিছু দেশে এসব পণ্য ব্যবহার ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। তবে বাংলাদেশে এখনো তা প্রকট আকার ধারণ করেনি। ইতোমধ্যে থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুরসহ কমপক্ষে ২৫টি দেশ এসব পণ্য নিষিদ্ধ করেছে। সুতরাং বাংলাদেশে এখনই এগুলোর উৎপাদন, আমদানি এবং বিক্রয় নিষিদ্ধ করতে হবে।

আপনারা ইতোমধ্যে জেনেছেন, বাংলাদেশে অতি উচ্চবিত্তের তুলনায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে তামাকের ব্যবহার দ্বিগুণ এবং শহরের তুলনায় গ্রামের জনগণ অনেক বেশি হারে তামাক ব্যবহার করেন। এছাড়া নারীদের মধ্যে ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহার এবং পরোক্ষ ধূমাপানে শিকার হওয়ার হার অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বাংলাদেশে মোট জনগোষ্ঠির প্রায় অর্ধেক নারী এবং ৩০ শতাংশ তরুণ। তামাক কোম্পানি বিশেষ করে বহুজাতিক তামাক কোম্পানিগুলোর মূল টার্গেট এখন বাংলাদেশ। পৃথিবীর ৪র্থ বৃহত্তম তামাক কোম্পানি জাপান টোব্যাকোকে ব্যবসার সুযোগ দিয়ে সরকার ইতোমধ্যে বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্যকে আরেক দফা হুমকির মুখে ফেলেছে। এভাবে তামাকের ব্যবহার এবং তামাক কোম্পানিকে ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ প্রদান অব্যাহত থাকলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে অসংক্রামক রোগজনিত মৃত্যু এক-তৃতীয়াংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে না।

প্রস্তাবিত তামাক-কর সংস্কারের ফলে তরুণ, নারী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে তামাক ব্যবহারের প্রবণতা হ্রাস পাবে। অতিরিক্ত রাজস্ব আয় অর্জিত হবে এবং নতুন রাজস্ব সৃষ্টির দ্বার উন্মোচিত হবে, যা দিয়ে সরকার দেশের স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন অগ্রাধিকারসমূহে অর্থায়ন করতে পারবে। একইসাথে, তামাকপণ্যের সহজলভ্যতা হ্রাস পাবে এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষিত হবে।

২০১৯-২০ অর্থ-বছরের বাজেটে তামাকজাত পণ্যের উপর কার্যকর ও বর্ধিত হারে কর আরোপের দাবিতে আমাদের প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ও জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে আপনাদের গণমাধ্যমে সরকারের বিবেচনার জন্য ও জনগণের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরবেন। দেশের কল্যাণে, দেশের মানুষের স্বার্থে, জীবনমান উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আপনাদের কাছে আমাদের এই প্রত্যাশা।

উপস্থিত সম্মানিত সাংবাদিকবৃন্দ

প্রজ্ঞা ও অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া অ্যালায়েন্স (আত্মা'র) উদ্যোগে তামাকবিরোধী সংগঠন ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, এসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (এসিডি), ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল একশন (ইপসা), সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব থিয়েটার আর্টস (বিটা) এবং তামাকবিরোধী নারী জোট (তাবিনাজ) আয়োজিত এই সংবাদ সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন।

আয়োজক:

সহযোগিতা: Bloomberg Philanthropies

progga.bd@gmail.com